# যৌন শোষণ, সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা

## ১। ভূমিকা:

সাম্প্রতিক সময়ে মানবিক সহায়তা বা উন্নয়ন কার্যক্রম যতটা সহজ মনে করা হয় ততটা সহজ নয়। কারণ প্রত্যেক উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুণগত পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন যার আওতায় মানবিক সহায়তাকর্মী এবং সুবিধাভোগী উভয় শ্রেণীই অন্তর্ভুক্ত থাকবে। যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি এমন ধরণের লিঙ্গীয় সহিংসতা যা যেকোন সময় আবির্ভূত হতে পারে এবং চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। এধরনের ঘটনায় দায়ী ও ভুক্তভোগী উভয়ের মধ্যকার বলপ্রয়োগ বা প্রভাব বিস্তারের মাত্রায় বড় ধরনের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাই এধরনের সংবেদনশীল পরিস্থিতিতে সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কোস্ট ট্রাস্ট যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালাটি পুনরায় পর্যালোচনা করেছে। যেখানে ইউএন সেক্রেটারি জেনারেলের বুলেটিন (২০০৩) এবং ২০০৯ সালের ১৪ই মে, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের জারিকৃত নির্দেশনা অনুসরণ করে পর্যালোচনা করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সংস্থায় কর্মরত কর্মীদের পাশাপাশি সম্প্রদায় ও সুবিধাভোগীদের মধ্যে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতকরণ এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের গুরুত্ব অনুধাবন করে জন্মলগ্ন থেকে কোস্ট ট্রাস্ট নিরলসভাবে এর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সংস্থার প্রত্যেক কর্মসূচি ও প্রকল্প কার্যক্রমে এটিকে সর্বাপেক্ষা সিদ্ধ পথ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে শরণার্থী শিবিরে বসবাসরত বলপ্রয়োগের কারণে বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ও উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জন্য সমতা ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন, নারী ও পুরুষ কর্মীদের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণ এবং সব ধরনের লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা নিরসনের লক্ষ্যে একটি লিঙ্গ-সংবেদনশীল ও নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ সৃষ্টিতে কোস্ট ট্রাস্ট কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আশা করি, যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালাটি সংশ্লিষ্ট সকলের বিষয়গত ধারনা অর্জনে ও দিক-নির্দেশনা প্রদানে সহযোগিতা করবে। একই সাথে সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখবে।

## ২। নীতিমালা প্রণয়নের যৌক্তিকতা:

সকলস্তরে লিঙ্গভিত্তিক সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। এই নীতিমালায় তদ্বসম্পর্কিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক আইনের সংযোজন করা হয়েছে। যেমন- নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ (সিডও) এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি ইত্যাদি।

সমাজে নারীপুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা থাকা উচিৎ। কিন্তু আমাদের সমাজ ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিতে এই ধারণা বদ্ধমূল যে, নারী এবং পুরুষ আলাদা দুটো শ্রেণী; সমাজে তাদের ভূমিকা এবং দায়িত্বও আলাদা। ঐতিহাসিক ও ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় এটিই হয়ে আসছে। ফলশ্রুতিতে, সমাজে নারীরা ধীরে ধীরে পুরুষের অধীনস্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। সামাজিক রীতিনীতি, বিশ্বাস, সহজাত বিধিবিধান এমনকি আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ চর্চাতেও একইভাবে এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। ফলে সমাজে এখনো নারীপুরুষের মধ্যকার বৈষম্য ও অসমতা বিদ্যমান। এমতাবস্থায় কোস্ট ট্রাস্ট সংস্থার অভ্যন্তরে নারী বান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং এর চর্চাকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা প্রণয়নের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংস্থা বিশ্বাস করে যে, এই নীতিমালা নারীর প্রতি শোষণ, হয়রানি এবং সহিংসতা নিরসনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে এবং পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে।

## ৩। নীতিমালার লক্ষ্য:

এই নীতিমালা প্রণয়নের লক্ষ্য হচ্ছে, নারী-পুরুষের মধ্যে সম-মর্যাদা তৈরির পাশাপাশি সংস্থার অধীনে নারী ও উপকারভোগীদের জন্য যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা প্রতিরোধমূলক পরিবেশ তৈরি করা। এই

Jasmeen Sultana Paru
Chairperson-GC & EC
COAST Foundation

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Foundation

নীতিমালা লিঙ্গ বৈষম্য নিরসনের পরিবেশ প্রতিষ্ঠাতেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে। এছাড়া নারীর জন্য নিরাপদ ও সমান সুযোগ নিশ্চিতকরণের জন্য যথোপযুক্ত কর্ম পরিবেশ তৈরি করাও এই নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য।

৪। **নীতিমালার উদ্দেশ্য:**

যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত এই নীতিমালা প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংস্থার অভ্যন্তরে জেন্ডার নীতিমালার কার্যকর বাস্তবায়ন এবং নারী সংবেদনশীল কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা। এছাড়াও এই নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে রয়েছেঃ

৪.১ যৌন শোষণ, নির্যাতন ও যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরি করা;

৪.২ সংস্থার অভ্যন্তরে নারীদের জন্য সমমর্যাদা নিশ্চিত করা এবং অনুকূল পরিবেশ বজায় রাখা;

৪.৩ যৌন অপরাধের প্রভাব ও পরিণতি সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরি করা;

৪.৪ যৌন শোষণ, অপব্যবহার ও যৌন হয়রানি সংক্রান্ত শাস্তির বিধান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা;

৪.৫ নীতিমালার আওতায় সংস্থার নারী কর্মী ও উপকারভোগীদের আইনি সহায়তা পেতে সহযোগিতা করা;

৪.৬ কর্মী, উপকারভোগী ও অন্যান্য ব্যক্তিদের মাঝেও নারী অধিকার, মর্যাদা এবং লিঙ্গ সমতা বিষয়ক সচেতনতা তৈরি করা;

৪.৭ সংস্থার অভ্যন্তরে নারী-পুরুষের সমতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিটি প্রকল্প ও কর্মসূচিতে এই নীতিমালাকে সর্বাপেক্ষা সিদ্ধ পথ হিসেবে প্রতিফলিত করা;

৪.৮ সংস্থার অভ্যন্তরে সর্বস্তরে নারীর সম্পৃক্ততা প্রতিষ্ঠাকরণ। যেমন- কর্ম পরিকল্পনা তৈরি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

৪.৯ তদন্ত কমিটির কাছ থেকে প্রাপ্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা নিয়োগদাতাগণ যেন কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে তা নিশ্চিত করা;

৪.১০ যৌন শোষণ, সহিংসতা ও হয়রানি প্রতিরোধে শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি প্রয়োগ করা;

৪.১১ দুই ধরনের শাস্তির বিধান প্রবর্তন করা- গুরুতর এবং লঘুতর;

৪.১২ উপকারভোগীদের জন্য গুণগত সেবার মান এবং যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা।

৫। **যৌন হয়রানির সংজ্ঞা:**

ইউএন সেক্রেটারি জেনারেল বুলেটিন (এসটি/এসজিবি/২০০৩/১৩) অনুসারে যৌন শোষণ ও নির্যাতনের মানদণ্ড হিসেবে নিম্নোক্ত সঙ্গাসমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে যা, যেকোন শাখা বা প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৫.১ **"যৌন শোষণ"** হল যৌন উদ্দেশ্যে কারো দুর্বলতা, ক্ষমতার পার্থক্য কিংবা বিশ্বাসের জায়গাকে পুঁজি করে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে যৌন স্বার্থ হাসিলের প্রচেষ্টা। তবে তা কেবল আর্থিক, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রভাব দেখিয়ে সুবিধা লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

৫.২ **"যৌন নির্যাতন/সহিংসতা"** হল প্রত্যক্ষভাবে বা ভয়ভীতি দেখিয়ে যৌন লালসার জন্য শারীরিকভাবে (বলপূর্বক বা অসম বা জোর করা) স্পর্শ করা। এধরনের যৌন নির্যাতনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে (ধর্ষণ চেষ্টা, চুম্বন/স্পর্শ করা, ওরাল সেক্স বা স্পর্শ করতে বাধ্য করা) বা ধর্ষণ করা।

যৌন শোষণ ও নির্যাতন হল একধরনের লিঙ্গাভিত্তিক সহিংসতা (GBV) যা কোন ব্যক্তির ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংগঠিত কার্যকলাপকে বর্ণনা করে এবং এটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত নারীপুরুষের মধ্যে বিরাজমান পার্থক্যের কারণে ঘটে থাকে। তদুপরি, যৌন শোষণ ও নির্যাতন শিশু সুরক্ষা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন- (সংস্থার কোন কর্মীর দ্বারা) কোন শিশুর উপর শারীরিক, মানসিক

Jasmeen Sultana Paru
Chairperson-GC & EC
COAST Foundation

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Foundation

বা যৌন নির্যাতন, অবহেলা বা শোষণসহ শিশুটির উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধন করে এমন কার্যাবলী। এই নীতিমালায় শিশু সুরক্ষার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরা হয়েছে।

৫.৩ **"যৌন হয়রানি"** হল কারো প্রতি ক্রমাগতভাবে অগ্রহণযোগ্য এবং অপ্রত্যাশিত যৌন আবেদনের ইঙ্গিত বা চর্চা যা শুধুমাত্র যৌন পরামর্শ বা দাবি, যৌন অনুগ্রহের জন্য অনুরোধ, মৌখিক বা শারীরিক আচরণ বা অঙ্গভঙ্গির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; যা যুক্তিযুক্তভাবে আপত্তিজনক বা অপমানজনক হিসেবে অনুভূত।

৫.৩.১ **বাংলাদেশ সরকারের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা অনুসারে** যৌন হয়রানির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ নিম্নরূপ-

৫.৩.২ অনাকাঙ্খিত যৌন আবেদনমূলক আচরণ (সরাসরি বা ইঙ্গিতে) শারীরিক স্পর্শ বা এধরনের প্রচেষ্টা;

৫.৩.৩ প্রাতিষ্ঠানিক, কর্তৃত্বপূর্ণ বা পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করা;

৫.৩.৪ যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি;

৫.৩.৫ যৌন সুযোগ লাভের আবেদন বা অনুরোধ;

৫.৩.৬ পর্ণোগ্রাফি দেখানো;

৫.৩.৭ অশালীন ভঙ্গি, অশালীন ভাষা বা মন্তব্যের মাধ্যমে উত্যক্ত করা বা অশালীন ভাষা ব্যবহার করা, যৌন ইঙ্গিতমূলক ভাষা ব্যবহার করে ঠাট্টা বা উপহাস করা;

৫.৩.৮ চিঠি, ফোনকল, এসএমএস, ছবি, ব্যঙ্গচিত্র, অফিস বা বাথরুমর দেয়ালে যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ কোন কিছু লিখে মানহানি ঘটানো;

৫.৩.৯ যৌন হয়রানির উদ্দেশ্যে খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক, প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা;

৫.৩.১০ প্রেম নিবেদন করা এবং প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি বা চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে প্রেমে সাড়া আদায় করার চেষ্টা চালানো ইত্যাদি।

**৬। নীতিমালা এবং নীতিমালা প্রণয়নের কৌশলসমূহ:**

**৬.১ নীতিমালা:**

**নীতিমালার শিরোনাম:** যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা

**নীতিমালার উদ্দেশ্য:** কোস্ট ট্রাস্ট এর সকল কর্মী, উপকারভোগি এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানির ক্ষেত্রে শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি জারি করা। সংস্থার সকল স্তরে যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি সম্পর্কিত আচরণ প্রতিরোধে ভূমিকা, দায়িত্ব প্রত্যাশিত মান সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা ও তদসম্পর্কিত জ্ঞানের বিকাশ ঘটানো। সংস্থার অভ্যন্তরে এবং বাইরে যেসমস্ত সম্প্রদায় ও অঞ্চলে কোস্ট ট্রাস্ট কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সেখানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধমূলক নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করা।

**পরিধি বা আওতা:** সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মী, উপকারভোগী এবং সংস্থার কাজের সাথে যুক্ত যেকোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এই নীতিমালার আওতাভুক্ত থাকবে।

**নীতিমালা কার্যকর:** জুন, ২০১৪

**সর্বশেষ সংশোধন:** ফেব্রুয়ারি, ২০২১

Jasmeen Sultana Paru
Chairperson-GC & EC
COAST Foundation

**পরবর্তী সংশোধন:** ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

৭। **নীতিমালার বিবরণ:**

৭.১ যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা একটি সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত আন্তর্জাতিক আইনের বিধিবিধান যার লঙ্ঘণ বা অমান্য করা কোস্ট ট্রাস্টের সকল কর্মী, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/অংশীদারগণ এবং সংস্থার সংশ্লিষ্ট সকল মানবিক সহায়তা কর্মীদের জন্য অগ্রহণযোগ্য এবং নিষিদ্ধ অপরাধ।

৭.২ যৌন হয়রানি প্রতিরোধকল্পে কোস্ট ট্রাস্ট শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি অনুসরণ করে। কোস্ট ট্রাস্ট সকল কর্মী সংশ্লিষ্ট সকল স্তরে সর্বদা পেশাধারী আচরণের সর্বোচ্চ মান সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থাকবে। উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/অংশীদারগণ ও স্থানীয় সম্প্রদায়ের মাঝে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম এমনভাবে পৌঁছে দিবে যাতে সেবা প্রহণে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/অংশীদারগণ সম্মান ও অধিকারসমূহ সমুন্নত থাকে।

৮। **নীতিমালা প্রয়োগের ক্ষেত্র:**

৮.১ যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধে কোস্ট ট্রাস্ট এই নীতিমালার প্রয়োগ ঘটাবে। নীতিমালাটি সংস্থায় কর্মরত কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য কর্মদিবসে কিংবা ছুটির দিনেও প্রযোজ্য হবে।

৯। **যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধে সংস্থার প্রতিশ্রুতি:**

৯.১ যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধমূলক নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে কোস্ট ট্রাস্ট সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালাবে। পাশাপাশি যেসমস্ত সম্প্রদায় ও অঞ্চলে কোস্ট ট্রাস্ট কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে সেখানে যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৯.২ যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত এই নীতিমালা ইউএন সেক্রেটারি জেনারেলের বুলেটিনের যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানি প্রতিরোধ সম্পর্কিত সকল ধারা এবং আইএএসসি এর যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত ৬টি মূলনীতিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এবং উল্লেখিত নীতিমালাসমূহের পূর্ণ প্রয়োগ ঘটানো ও ফলাফল অর্জনে সংস্থা বদ্ধপরিকর।

১০। **৬টি মূলনীতিসমূহের বাস্তবায়ন পদ্ধতি:**

১০.১ কোস্ট ট্রাস্ট সকল কর্মী দ্বারা বড়ধরনের অসদাচরণের জন্য কর্মীকে বরখাস্ত করবে।

১০.২ সাময়িক বা পূর্ণ সম্মতি নির্বিশেষে শিশুদের সাথে যৌন ক্রিয়াকলাপ (শিশু ১৮ বছরের কম বয়সের ক্ষেত্রে) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এক্ষত্রে দায়ী ব্যক্তি বয়স অনুমানে ভুল করার অজুহাত দেখালে কোনভাবেই তাকে ছাড় দেওয়া হবে না।

১০.৩ যৌন সুবিধা বা যৌন অনুগ্রহ লাভের আশায় অর্থ, কর্মসংস্থান, পণ্য বা সেবার বিনিময়ে যৌনাচার বা যৌন শোষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এটি উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/অংশীদারগণ সেবা বা সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

১০.৪ সংস্থায় এ কর্মরত কর্মী কর্তৃক উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/অংশীদারগণ কিংবা স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্বল শ্রেণী বা যেকোন পদমর্যাদার উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/অংশীদারগণ সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যা মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের বিশ্বাসযোগ্যতা ও অখণ্ডতাকে ক্ষুন্নকরে।

১০.৫ যদি কোন কর্মীর কাছে দৃশ্যত কোস্ট ট্রাস্ট এর কোন কর্মীর দ্বারা সংস্থার অভ্যন্তরে কোন কর্মীর সাথে কিংবা অন্য কোন সংস্থার কর্মীর সাথে কোন যৌন শোষণ/ হয়রানি বা যৌন নির্যাতন সম্পর্কিত উদ্বেগ বা সন্দেহ তৈরি হয় তবে তিনি অবশ্যই লিখিতভাবে সংস্থার অভিযোগ বিভাগে প্রতিবেদন পেশ করবেন।

১০.৬ কোস্ট ট্রাস্ট এর সকল কর্মী যৌন হয়রানি প্রতিরোধমূলক পরিবেশ তৈরি ও বজায় রাখতে বাধ্য থাকবে এবং সর্বস্তরে এই নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রচারণা অব্যাহত রাখবে।

Jasmeen Sultana Paru
Chairperson-GC & EC
COAST Foundation

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Foundation

১১। যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কাঠামো:

১১.১ প্রতিরোধ:

১১.১.১ **স্বাস্থ্য পরীক্ষা:** সংস্থার নিয়োগকালীন সময়ে কোস্ট ট্রাস্ট সম্ভাব্য সকল চাকুরী প্রত্যাশীদের প্রতিষ্ঠিত স্ক্রিনিং পদ্ধতি অনুসরণ করে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করবে।

১১.১.২ **প্রশিক্ষণ:** কোস্ট ট্রাস্ট সংস্থায় নিয়োগপ্রাপ্ত সকল কর্মী ও সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য বাধ্যতামূলক প্রবেশন প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

১১.২ সাড়াদান:

১১.২.১ **প্রতিবেদন দাখিল:** কোস্ট ট্রস্ট একটি একটি নিরাপদ, গোপনীয় ও সহজলভ্য অভিযোগ প্রদান ও সাড়াদান প্রক্রিয়া আছে। সংস্থার সকল কর্মী, উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/অংশীদারগণ এবং শিশুসহ সকলের জন্য এর মাধ্যমে অভিযোগ দাখিলের সুযোগ থাকবে। এ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সকলে সচেতন কিনা সংস্থা তা নিশ্চিত করবে।

১১.২.২ **তদন্ত:** অভিযোগ তদন্তের জন্য কোস্ট ট্রাস্ট এর একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এ পদ্ধতিতে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করবে এবং কোন রকম বিলম্ব না করেই সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের দ্বারা তদন্ত কাজ যথাযতভাবে পরিচালনা করবে। অপরাধী অন্য কোন সত্তার অধীনস্থ হলে সেক্ষেত্রে তা যথাযত তদন্তকারী সংস্থাকে জানানো হবে।

১১.২.৩ **সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কাছে সুপারিশ:** যথাযত তদন্তের পর যদি যৌন শোষণ, সহিংসতা ও হয়রানি সংক্রান্ত অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয় তবে অপরাধের তারতম্য বিবেচনা করে এই মামলাগুলি ফৌজদারি মামলার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছে প্রেরণ করা যেতে পারে।

১১.২.৪ **ভিকটিম সহায়তা:** কোস্ট ট্রাস্ট যৌন শোষণ, সহিংসতা ও হয়রানির শিকার হওয়া ভুক্তভোগীদের তৎক্ষণাৎ প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করে এবং তাদের পূর্ণ সম্মতি গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সেবা বা চিকিৎসা, উপযুক্ত স্থানে রেফার করার জন্য সুপারিশের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

১১.৩ পারস্পরিক চুক্তি ব্যবস্থাপনা:

১১.৩.১ কোস্ট ট্রাস্ট এর সকল অংশীদারিত্ব চুক্তিগুলোর ক্ষেত্রে একটি মানদণ্ড মেনে চলবে; যেখানে সকল ঠিকাদার, সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান, পরামর্শদাতা ও উপ-অংশীদারসহ সকলেই যৌন শোষণ, নির্যাতন ও হয়রানির ক্ষেত্রে শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি মেনে চলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এধরনের পরিস্থিতিতে যথাযত ব্যবস্থা গ্রহণ ও সাড়াদানে দায়বদ্ধ থাকবে।

১১.৩.২ যদি অংশীদারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যৌন শোষণ, সহিংসতা ও হয়রানির ক্ষেত্রে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, অভিযোগ তদন্ত বা সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হলে সেক্ষেত্রে সংস্থা সে সকল অংশীদারি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি বাতিল করবে।

**১২. নীতিমালা বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ:**

নারীবান্ধব এবং যৌন শোষণ, সহিংসতা ও হয়রানি মুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতের পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এই নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হবে যা সংস্থার গুণগত মানকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। এছাড়াও এই নীতিমালা অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার নজির স্থাপন করবে।

এই নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহ গ্রহণ করা হবে:

১২.১ সংস্থার সকল নীতিমালা, কৌশলগত পরিকল্পনা, নির্দেশনা নারী সংবেদনশীল করে তৈরি করা বা হালনাগাদ;

১২.২ প্রধান জেন্ডার ফোকাল এবং আঞ্চলিক দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করার পাশাপাশি তা পালনের এখতিয়ার প্রদান;

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Foundation

Jasmeen Sultana Paru
Chairperson-GC & EC
COAST Foundation

১২.৩ নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের কোথাও যৌন হয়রানি হচ্ছে কিনা তা খুঁজে বের করা, ভয়-ভীতিমুক্ত হয়ে অভিযোগ করার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং তা সমাধানের উপায় বের করা;

১২.৪ সংস্থার সকল পর্যায়ের কর্মীদেরকে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা সম্পর্কে ধারণা দেয়া এবং এর অনুশীলন নিশ্চিত করা;

১২.৫ কোন যৌন হয়রানির ঘটনা ঘটলে তার সমাধানে (অভিযোগ প্রমাণ সাপেক্ষে) যৌন হয়রানি অভিযোগ গ্রহণ কমিটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

১২.৬ এই নীতিমালা সম্পর্কে প্রত্যেক কর্মীকে অবগত করা এবং প্রত্যেক প্রকল্প এবং শাখা অফিসে কপি সরবরাহ করা;

১২.৭ নতুন কর্মী যোগদানের সময় সংস্থার পরিচিতিমূলক অনুষ্ঠানে এই নীতি সম্পর্কে অবহিত করা;

১২.৮ সংস্থার মাসিক কর্মী সমন্বয় সভায় যৌন হয়রানি, শোষণ ও সহিংসতা প্রতিরোধ নীতিমালা সম্পর্কে আলোকপাত করা।

**১৩. সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ:**

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বলতে বুঝায় যেকোন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা কর্মক্ষেত্রের কর্তৃপক্ষ, যিনি প্রতিষ্ঠানের অন্যায় আচরণ দমনে প্রাতিষ্ঠানের শৃংখলা বলবৎ করার ক্ষেত্রে ক্ষমতা রাখেন।

**১৪. যৌন হয়রানি অভিযোগ গ্রহণ কমিটি গঠন:**

১৪.১ গত ১৪ মে, ২০০৯ সালে প্রদত্ত মহামান্য হাইকোর্টের দিক-নির্দেশনামূলক নীতিমালা অনুযায়ি যৌন হয়রানি, শোষণ ও নির্যাতনের অভিযোগ গ্রহণ কমিটি' গঠন করা হবে।

১৪.২ মহামান্য হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ি, কমপক্ষে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হবে যার বেশির ভাগ সদস্য হবেন নারী। এই কমিটির প্রধান হবেন সংস্থায় কর্মরত প্রধান জেন্ডার ফোকাল।

১৪.৩ কমিটির কমপক্ষে দুইজন সদস্য হবেন সংস্থার বাইরে জেন্ডার এবং যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবে কাজ করেন বা যৌন নিপীড়ন বিরোধী কোন উন্নয়ন বা আইন সহায়তা প্রদানকারী সংগঠনের সাথে জড়িত এমন ব্যক্তি।

১৪.৪ কমিটির সদস্যবৃন্দ:

ক. সংস্থার 'জেন্ডার ফোকাল' পদমর্যাদার একজন (নারী)

খ. সংস্থার রিজিওনাল টীম লিডার পদমর্যাদার একজন (নারী)

গ. সংস্থার পরিচালক পদমর্যাদার একজন

ঘ. অপর দুইজন হবেন সংস্থার বাইরে জেন্ডার এবং যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে কাজ করেন এমন ব্যক্তি (নারী)।

১৪.৫ কমিটির সদস্যগণ অবৈতনিকভাবে নিযুক্ত হবেন এবং কেবল সভায় অংশগ্রহণের জন্য সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ভাতা পাবেন।

**১৫. যৌন হয়রানি/নির্যাতন/শোষণ অভিযোগ গ্রহণ কমিটির পরিচালনা প্রণালী:**

১৫.১ কমিটি নিয়মিতভাবে প্রতি তিনমাস অন্তর সভা আয়োজন করবে।

১৫.২ কমিটির প্রধান এবং অন্যূন ২(দুই) জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হবে।

১৫.৩ কমিটি অভিযোগের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন সাপেক্ষে যেকোন সময়ে সভা ডেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

Jasmeen Sultana Paru
Chairperson-GC & EC
COAST Foundation

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director

১৫.৪ কমিটি সংস্থার মধ্যে নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত জেন্ডার সম্পর্ক পর্যালোচনা সভার সাধারণ আলোচনার মাধ্যমে উত্থাপিত যৌন হয়রানি/নির্যাতন/ শোষণ বিষয়ক অভিযোগসমূহ আমলে নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

১৫.৫ কমিটির যেকোন সদস্যের কাছে মৌখিক বা লিখিত বা অন্য কোন মাধ্যমে আসা অভিযোগ তদন্ত সাপেক্ষে যৌন হয়রানি/শোষণ/নির্যাতন প্রমাণিত হলে কমিটি সংস্থার শৃংখলা অনুযায়ি অভিযোগ গ্রহণের ৩০ কার্য দিবসের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিবে।

১৫.৬ লঘু হয়রানির ক্ষেত্রে যদি সম্ভব হয়, কমিটি সংশ্লিষ্ট উভয় পক্ষের সম্মতি নিয়ে অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা নিবে। অন্য সকল ক্ষেত্রে অভিযোগ কমিটি বিষয়টি তদন্ত করবে।

১৬.৭ কমিটি নোটিশ উভয় পক্ষকে প্রদান করবে। এছাড়া কমিটি সাক্ষীদের প্রেরণ, শুনানি পরিচালনা, তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট দলিল পর্যবেক্ষণের ক্ষমতা রাখে। এধরনের অভিযোগের ক্ষেত্রে মৌখিক প্রমাণ ছাড়াও পরিস্থিতিগত প্রমাণের ওপর গুরুত্ব দেয়া হবে। কোন ধরনের প্রমাণ গ্রহণযোগ্য হবে তা কমিটি নির্ধারণ করবে।

১৬.৮ কমিটি এসংক্রান্ত সকল কাজের জন্য নির্বাহী পরিচালকের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে। নির্বাহী পরিচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগের ক্ষেত্রে কমিটি সরাসরি বোর্ডের চেয়ারপারসনের সাথে আলোচনা করবেন।

১৬.৯ কমিটি এই নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বাৎসরিক অভিযোগ প্রতিবেদন প্রকাশ এবং তা সরকারের কাছে পেশ করবে।

**১৬. অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতি:**

যৌন হয়রানির সংজ্ঞার আলোকে যদি কোন নারী কর্মী/ উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী/অংশীদারগণ শোষণ/ নির্যাতন/ হয়রানির শিকার হন তাহলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষকে অভিযোগ জানাতে পারবেন:

১৬.১ **ডিজিটাল পদ্ধতি:** যৌন শোষণ/হয়রানি/নির্যাতনের শিকার হওয়ার সাথে হয়রানির শিকার/নির্যাতিনের শিকার কর্মী/উপকারভোগি ফোন, ফ্যাক্স, এসএমএস কিংবা ই-মেইলের মাধ্যমে যার কাছে (কমিটির সমস্যদের) তিনি স্বাচ্ছন্দবোধ করবেন তাকে জানাবেন।

১৬.২ **মৌখিক অভিযোগ:** নির্যাতিত ব্যক্তি নিজে/বন্ধু/আইনজীবীর মাধ্যমে সুপারভাইজার, প্রকল্প প্রধান, সংস্থার জেন্ডার ফোকাল, পরিচালক-এডমিন ও এসআর, উপ-নির্বাহি পরিচালক বা নির্বাহী পরিচালক, কেন্দ্রিয় ও আঞ্চলিক জেন্ডার ফোকাল, জেন্ডার সম্পর্ক উন্নয়ন সভা এবং কেন্দ্রিয় জেন্ডার সম্পর্ক সভায় অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবেন।

১৬.৩ **অভিযোগ বক্স/ জেন্ডার বক্স:** সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ সকল কার্যালয়ে অভিযোগ বক্স স্থাপন করা আছে; যা সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসে সুপারভাইজার/প্রকল্প প্রধান/সংস্থার জেন্ডার ফোকালের/ আঞ্চলিক ফোকালের নেতৃত্বে খোলা এবং অভিযোগগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করা হবে। এবং পরবর্তী করণীয়সমূহ নির্ধারণ করা হবে। এক্ষেত্রে সংস্থায় কর্মরত সকল কর্মী যৌন নির্যাতন/হয়রানি/শোষণ সংশ্লিষ্ট সকল অভিযোগ সরাসরি যেকোন সময় অভিযোগ বক্সে ফেলতে পারবেন। সংস্থার মধ্যে স্থাপিত অভিযোগ বক্সে এসংক্রান্ত অভিযোগসমূহ ফেলা যাবে।

১৬.৪ **লিখিত অভিযোগ:** নির্যাতিত ব্যক্তি (নারী কর্মী)/উপকারভোগি লিখিত আকারে তার অভিযোগ ১৬.২ এ উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের কাছে এবং কমিটির সদস্যবৃন্দ বরাবর স্ব-শরীরে কিংবা রেজিস্টার করে পোস্টঅফিস/কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রেরণ করতে পারবেন।

উপরোক্ত সকল পদ্ধতিতেই অভিযোগ আমলে নেওয়া হবে। তবে দোষি ব্যক্তির শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য সবশেষে অবশ্যই লিখিত অভিযোগ দাখিল করতে হবে।

Jasmeen Sultana Paru
Chairperson-GC & EC
COAST Foundation

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Foundation

**১৭. অভিযোগ দাখিলের সময়সীমা:**

যৌন হয়রানি সংশ্লিষ্ট যেকোন ধরনের নির্যাতন সংগঠিত হওয়ার সাথে সাথে উপরের যেকোন মাধ্যম ব্যবহার করে অবহিত করতে হবে। সাধারণভাবে ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগ কমিটির কাছে অভিযোগ পেশ করতে হবে। তবে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে এবং যুক্তিসঙ্গত কোন কারণে পরবর্তী ১৫ কার্যদিবস পর্যন্ত অভিযোগ গ্রহণ করা যেতে পারে।

**১৮. গোপনীয়তা:**

যৌন হয়রানি/ শোষণ/নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান ও নিরাপত্তার সামগ্রিক দিক বিবেচনা করে সর্বোচ্চ গোপনীয়তা নিশ্চিত করা হবে। কোন অবস্থাতেই নির্যাতিত ব্যক্তির অনুমতি ব্যতিত নির্যাতনের ঘটনা কাউকে জানানো যাবে না, কোন সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের সময় যথাসম্ভব গোপনীয়তা বজায় রাখা হবে। অভিযোগকারির সাক্ষ্য গ্রহণের সময় এমন কোন প্রশ্ন বা আচরণ করা যাবে না যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অপমানজনক এবং হয়রানিমূলক হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগকারির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

**১৯. তদন্ত প্রতিবেদন:**

লিখিত অভিযোগ দাখিলের ৩০ দিনের মধ্যে সংস্থার জেন্ডার অভিযোগ গ্রহণ কমিটির প্রধানের নেতৃত্বে বিষয়টি তদন্তের জন্য অন্যূন ৩ সদস্যের তদন্ত কমিটি করবে। তদন্ত কমিটির সদস্যবৃন্দ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি এবং উপস্থিত সাক্ষীদের মৌখিক এবং (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) বক্তব্য লিখিত আকারে গ্রহণ করবে। পরবর্তীতে লিখিত বক্তব্য, লিখিত অভিযোগের আঙ্গিকে প্রয়োজনীয় প্রশ্ন, অন্যান্য আনুষাঙ্গিক জিজ্ঞাসাবাদ, পর্যবেক্ষণ ও মতামতের আলোকে সুপারিশসহ তদন্ত প্রতিবেদন ৩০ কার্যদিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (নির্বাহী পরিচালক) বরাবর দাখিল করবেন। যদি নির্বাহী পরিচালকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আসে সেক্ষেত্রে বোর্ড চেয়ারপারসনের কাছে দাখিল করতে হবে। প্রয়োজনে এই সময়সীমা ৩০ থেকে ৪০ কার্যদিবসে বাড়ানো যাবে। তদন্ত কমিটির নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিলে প্রয়োজনে যথাযথ নিয়ম মেনে নতুন কমিটি করে পুনঃতদন্ত করা যেতে পারে।

যদি কোনভাবে প্রমাণিত হয় যে, উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছে তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগকারির বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করবে কমিটি। কমিটির বেশিরভাগ সদস্য যে রায় দিবেন তার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

**২০. শাস্তির বিধান:**

কোন নারী কর্মীর কাছ থেকে যৌন হয়রানি/ শোষণ/নির্যাতনের অভিযোগ পাওয়া গেলে অভিযোগ প্রাপ্তির সাথে সাথে কমিটি অভিযুক্তকে সাময়িক বরখাস্ত করে রাখবে। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হয়ে তবে কমিটি সংস্থার প্রচলিত আচরনবিধির আলোকে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় (লঘু ও গুরুতর) শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নিম্নলিখিতভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

২০.১ তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে নীতিমালা অনুযায়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অপরাধের মাত্রা গুরুতর প্রমাণিত হলে চূড়ান্তভাবে বরখাস্ত করা হবে। ৫.১ ও ৫.২ গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

২০.২ তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ লঘু প্রমাণিত হলে নীতিমালা অনুযায়ি কমিটি সংস্থার শৃংখলা মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (যেমন, কারণ দর্শাও নোটিশ, সতর্ক করা, বেতন কর্তন, বদলি ইত্যাদি) গ্রহণ করা হবে। ৫.৩.২ থেকে ৫.৩.১০ পর্যন্ত লঘু অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Foundation

Jasmeen Sultana Paru
Chairperson-GC & EC
COAST Foundation

২০.৩ অভিযোগকারির প্রতি আনীত অভিযোগ যদি দণ্ডবিধির যেকোন ধারা অনুযায়ি অপরাধ হিসেবে গণ্য হয় তাহলে প্রয়োজনীয় ফৌজদারি আইনে সোপর্দ করা হবে যা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট আদালতে বিচার হবে।

২০.৪ অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণিত হলে অভিযোগকারী কর্মীর বিরুদ্ধে সম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনে আইনের হাতে সোপর্দ করা হবে।

২০.৫ নীতিমালাটি গত ২৬ জুন ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ট্রাস্টি বোর্ডের ৮৩তম সভায় অনুমোদিত হয়। যৌন হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালাটি যুগোপযোগি রাখার জন্য পাঁচ বছর পর পর হালনাগাদ করা হবে। যেকোন সময় বিশেষ প্রয়োজনে জরুরী ভিত্তিতে এর কোন ধারা পরিবর্তন বা সংযোজন করা যাবে। সকল ক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমোদন বাধ্যতামূলক। সর্বশেষ সংশোধিত কপিটি ২৪ এপ্রিল, ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০৮তম সভায় অনুমোদিত হয়।

## ২০. উপসংহার

কোস্ট ট্রাস্ট তার কর্ম এলাকায় এবং প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে নারীবান্ধব কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। নারীর সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় শূন্য সহিষ্ণুতা নীতি অনুসরণ করতে সংস্থার বিদ্যমান সকল নীতিমালার পাশাপাশি যৌন শোষণ/নির্যাতন/হয়রানি প্রতিরোধ নীতিমালা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই নীতিমালার যথাযথ ব্যবহার এবং প্রয়োগ সংস্থার মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

Jasmeen Sultana Paru
Chairperson-GC & EC
COAST Foundation

Rezaul Karim Chowdhury
Executive Director
COAST Foundation